ঘুণ পোকার আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ

বাঁশ ও কাঠে ঘুণ পোকার আক্রমণের কথা কম-বেশি আমরা সবাই জানি। খাট, পালংক, কাঠের আলমারীসহ কাঠ, বেত ও বাঁশ জাত বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ও দ্রব্য সামগ্রীতে এদের আক্রমণ ঘটে এবং প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ ঘূণ পোকা আকারে খুবই ছোট এবং গাঢ় বাদামী রঙের হয়। দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ মি. মি.। শুককীট অবস্থায় দেহ মাখনের মতা সাদা ও মাথা বাদামী রঙের এবং আকৃতি ইংরেজী সি (C) অক্ষরের ন্যায়। ডিম ফুটে পূর্ণাঙ্গ পোকা হতে প্রায় ৩-৪ মাস সময় নেয়। বছরে ৩-৪টি প্রজন্ম দেখা যায়। ফলে প্রায় সারা বছরই এ পোকার দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

আক্রান্ত কাঠ, বেত ও বাঁশ

কড়ই, শিমুল, শাল, সেগুন, আম, জাম, কাঁঠাল, পাইন, মাদার, নিম, শিশু, তুন, গর্জন, গামার, বট, অর্জুন, তেঁতুল ইত্যাদি কাঠ ও বাঁশ-বেতে ঘুণ পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এছাড়াও বাঁশ, বেত বা কাঠ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র, নির্মাণ সামগ্রী, খেলনা, দরজা-কপাটসহ বিভিন্ন ধরনের তৈরি সামগ্রীতে ঘুণ পোকার আক্রমণ হয়।

ক্ষতির প্রকৃতি বা ধরণ

- বাঁশ, বেত বা কাঠের ক্ষতিগ্রস্ত বা কাটা স্থান দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক ঘুণ পোকা ভিতরে প্রবেশ করে।
- বাঁশ ও বেতের ভিতর অংশ এবং কাঠের বাইরের অসার অংশে ঘুণ পোকার আক্রমণ দেখা যায়।
- ঘুণ পোকা শুষ্ক বাঁশ, বেত বা কাঠের ভিতরে সুড়ঙ্গ তৈরি করে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস করে।
- সুড়ঙ্গপথে বাঁশ, বেত বা কাঠ গুঁড়া করে তা ভক্ষণ করে এবং খাদ্য হিসেবে শুধু শর্করা অংশ গ্রহণ করে সাদা অবশিষ্ট অংশ বর্জ্য হিসেবে দেহ থেকে বের করে দেয়।
- আক্রান্ত কাঠ, বাঁশ বা বেতের আসবাবপত্র ও দ্রবাদির উপরে কিংবা নিচে স্তুপাকারে গুঁড়া পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ঘুণ পোকার নিয়ন্ত্রণ

ক) প্রতিরোধমূলক

- বাঁশ, বেত ও গাছ পূর্ণ বয়স্ক হলে কাটতে হবে।
- কাটার পর বাঁশ বা কাঠ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে যাতে এর শর্তরা জাতীয় দ্রব্য পানিতে দ্রবীভূত হয়। এতে ঘুণের আক্রমণ কম হবে।
- কাঠের অসার অংশে শর্করা থাকে বিধায় তা সরাসরি ব্যবহার না করা উচিত। অসার কাঠ ব্যবহার করতে হলে তা অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে সংরক্ষণ করে নিতে হবে।
- সার কাঠ এবং পোকা নিরোধী জাতের কাঠ ব্যবহার করা উত্তম।
- বাঁশ, বেত বা কাঠ রঙ, বার্নিশ বা মোম দিয়ে পালিশ করে অথবা আলকাতরা, গোবর বা খৈল দিয়ে ক্ষতস্থান বা কাটা অংশ ঢেকে দিলে পোকার আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে।
- বাঁশ, বেত ও কাঠ গুদামজাত করার সময় অনুমোদিত দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর যে কোন স্পর্শ কীটনাশক (যেমন ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি. লি. হারে) প্রয়োগ করলে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে। (সাধারণত কীটনাশক বোতলের এক মুখে ৫ মি. লি. কীটনাশক ধরে)।

খ) প্রতিকারমূলক

- আক্রান্ত বাঁশ, বেত ও কাঠের আসবাবপত্র ও দ্রব্যাদিতে ধুমায়িত বিষ (যেমন ফেসটক্সিন) প্রয়োগ করে ভেতরে অবস্থিত পোকা মেরে ফেলা যায়।
- বাঁশ, বেত বা কাঠের ছোট সামগ্রী যেমন ফুলদানী, ছাইদানী, খেলনা ইত্যাদি ফ্রিজের মধ্যে কয়েক দিন রাখলে পোকা মরে যায়।
- পোকাক্রান্ত বাঁশ, বেত বা কাঠের অংশ আড়ত থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।
- গরম চুল্লীতে (৬০ সে. তাপমাত্রা ও ৮০-১০০% আর্দ্রতায়) আক্রান্ত কাঠ, বাঁশ বা বেত সামগ্রী ৩-৭ ঘন্টা রাখলে পোকা মরে যায়।
- আক্রান্ত বাঁশ, বেত বা কাঠে স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক (যেমন ক্লোরপাইরিফস) প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি. লি. হারে প্রয়োগ করলে পোকার আক্রমণ কমে যাবে।

কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতা ঃ কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮
ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.
Web site : www.bfri.gov.bd, E-mail : bfri_ttt@ctpath.net